কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

উচ্চ আদালতের দরজায় মাথা কুটছে বাংলা ভাষা

আইন প্রণয়নের ২৭ বছরেও প্রয়োগ নেই, কমিশনের সুপারিশও ফাইলবন্দি

রেজাউল করিম ▶

রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও সর্বস্তরে এর প্রচলন সম্ভব হয়নি আজও। নিম্ন আদালতের বিচারকাজ পরিচালনায় টুকটাক বাংলার ব্যবহার থাকলেও উচ্চ আদালতে একেবারেই নেই। আদালতসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনে আইন প্রণয়ন হয় ১৯৮৭ সালে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দীর্ঘ ২৭ বছরেও এর বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। আইনটি বাস্তবায়নে ২০১১ সালে আইন কমিশন একটি সুপারিশ করেছিল। সেটাও গুরুত্ব পায়নি। ফলে মানুষের ভোগান্তিও দূর হচ্ছে না।

আইনের ৩(১) ধারায় বলা আছে, 'এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনগত কার্যাবলি সম্পূর্ণাই বাংলায় লিখিতে হইবে। এই ধারা মোতাবেক কোনো কর্মস্থলে যদি কেনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন তাহা হইলে উহা বেআইনি ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।'

দেশের উচ্চ আদালতসহ সব আদালতের বিচারকাজে বাংলা ভাষার প্রচলন আইন ১৯৮৭ প্রয়োগের জন্য ২০১১ সালে একটি সুপারিশ করে আইন কমিশন। একই সঙ্গে ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনগুলো বাংলায় অনুবাদের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়গুলোর সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুবাদ কাজ বেগবান করা এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষকে আরো শক্তিশালী, গতিশীল ও উদ্যোগী করে গড়ে তুলতে বলা হয়। কিন্তু সেই সুপারিশ এখনো ফাইলবন্দি।

জানা যায়, ১৯৯৮ সালে বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের (বাবাকো) বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়। কোষের কর্মপরিধির মধ্যে ব্রিটিশ আমল থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও আদালতে প্রযোজ্য ইংরেজিতে প্রণীত আইন বাংলা ভাষায় রূপান্তর অন্যতম। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ইংরেজি আইন বাংলায় রূপান্তর করে কোষে জমা দেওয়ার পর তা সঠিক হয়েছে কী না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ ৫০০ পৃষ্ঠার আইনের প্রতিটি ইংরেজি ও বাংলা শব্দ পরীক্ষা করতে হয়। এ জন্য যে জনবল ও অন্যান্য সামর্থ্য দরকার তা কোষের নেই। আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক এ ব্যাপারে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের আদালতগুলোতে ব্রিটিশ শাসনামলে যে ধারার প্রচলন হয়েছিল দীর্ঘদিনের বাবধানেও তার পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমান সরকার দেশের বিদ্যমান আইনগুলো বাংলায় অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন করে যেসব আইন প্রণয়ন হবে সেগুলো বাংলায় করা হবে। তবে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।'

আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের ব্যাপারে বিচারপতি গোলাম রাব্বানী বলেন, 'কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রকৃত ও প্রান্তিক বিচারপ্রার্থীরা সবাই বাংলা ভাষাভাষী। বিশেষ করে মফস্বল শহর ও গ্রামেই বিচারপ্রার্থী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাস করে। অন্যদিকে ইংরেজি জানা ব্যক্তির মধ্যে সততার অভাব থাকলে বিচারপ্রার্থী জনগণ ইংরেজি রায়ের মর্ম উপলব্ধি করতে গিয়ে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হয়। ফলে আইনের সেবামূলক দিকটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে।'

আইন কমিশনের সদস্য ড. এম শাহ আলম বলেন, "বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষা বাংলা।' সংবিধানের এ বিধান সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না দেখে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এর প্রয়োগ একেবারেই নেই। আমরা ওই আইন প্রয়োগের জন্য ২০১১ সালে একটি সুপারিশ প্রণয়ন করে আইন মন্ত্রণালয়ে জমা দিলেও সেটি ফাইলবন্দি হয়ে আছে।"

ড. এম শাহ আলম বলেন, আদালতে আসা বেশির ভাগ মানুষই ইংরেজি বুঝতে পারে না। ফলে ফি দিয়ে আইনজীবীর কাছ থেকে এই আদেশ বা রায় বুঝে নিতে হয়। ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমছে না। আইন বিশেষজ্ঞ ড. নাহিদ ফেরদৌসী বলেন, রাষ্ট্রের আইনগুলো আদালতের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। আদালতে এসব আইন কার্যকর হয় ভাষার মাধ্যমে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, সাংবিধানিক বিধান মোতাবেক, আদালতের ভাষাও বাংলা। উচ্চ আদালত রাষ্ট্রের একটি স্তম্ভ এবং রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় সব দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে এর ওপর ন্যস্ত। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ আইনের সেবা ভোগ করে।

প্রসঙ্গত, বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দীন চৌধুরী ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ ২০১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি একটি আদেশ জারি করেছিলেন।